অখিল বন্ধু ঘোষ

মার্জিত শোভন সুরসৃষ্টি

সঙ্কলক: সন্দীপ মুখোপাধ্যায়

[তথ্য সহায়তায় অমিত গুহ, মাধবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপ মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায়]

প্রখ্যাত গায়ক সুরকার অখিলবন্ধু ঘোষের জন্ম কলিকাতার ভবানীপুরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর। তাঁর পিতার নাম বামনদাস ঘোষ, মায়ের নাম মণিমালা ঘোষ। তাঁর পরিবার মধ্যবিত্ত, সঙ্গীতের চর্চাও বিশেষ ছিল না। ছোটবেলা থেকেই কিছুটা লাজুক ও কিছুটা ভাবুক স্বভাবের অখিলবন্ধু গানের বা সুরের ভক্ত ছিলেন। গান শুনতে ভালবাসতেন, শুনেই তুলে নিতে পারতেন। কিন্তু গাইতেন কম। বিদ্যালয় শিক্ষা ভবানীপুরের নাসিরুদ্দীন মেমোরিয়াল স্কুলে। বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। হেমন্তর পরিবারও অখিলবন্ধুর পরিবারের ঘনিষ্ট ছিল। দুজনের মা একে অপরের পুত্রের গানের প্রতিভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বলা নিস্প্রয়োজন যে অখিলবন্ধু ঘোষ একজন মাঝারী মাপের শিল্পী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠ পরিশীলিত হলেও রেঞ্জ সীমিত ছিল। জীবনের সব ক্ষেত্রেই অখিলবন্ধু মাঝারী মাপের মানুষ ছিলেন। পড়াশুনাও তার ব্যতিক্রম নয়। ম্যাট্রিক পাস করে আর পড়াশুনা করার চেষ্টা করেন নি। পুরোপুরি গানের জগতে ঢুকে পড়লেন লাজুক অখিলবন্ধু। প্রথমে গানের শিক্ষা করেন নিজের মামা কালীদাস গুহ'র কাছে। কিছুটা ধারণা তৈরী হওয়ার পর অখিলবন্ধু বুঝতে পারলেন যে গলা এবং গায়কী তৈরী করতে গেলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম থাকা দরকার। মামার কাছে শিক্ষার পরে কিছুদিন নিরাপদ মুখোপাধ্যায় এর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। তার পর তিনি তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে বেশ কিছু দিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তারাপদ বাবু ছাড়াও, চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন কিছুদিন। রাগ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল ব্যাপক। তিনি অল্প সময়ের

জন্য বা কোন একটি পদ্ধতি বা প্রকরণের জন্য বেশ কয়েকজন শিল্পীর কাছে শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁর মেজাজ ছিল বৈঠকী অর্ধ- রাগসঙ্গীত বা রাগপ্রধানের পক্ষে উপযুক্ত। তদ্গত ভাবের জন্য ডিটেলগুলি খুব সুন্দর ডেলিভারী করতে পারতেন। এক একটা মোড়, মুড়কী, গোটা গানের পরিবেশনে এমন প্রভাব ফেলত যে শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে বন্দী হয়ে যেত।

তাঁর স্বকীয়তার সম্বন্ধে বিশদে বলা শক্ত। জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি এই সব গুণের অধিকারী ছিলেন। তবে আজীবন ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সাধনা করে সব গুণগুলিকে তিনি পরিশীলিত করে গেছেন। এ ব্যাপারে যতটা কৃতিত্ব তাঁর, প্রায় সমপরিমাণ কৃতিত্বের অধিকারিণী সুযোগ্যা সহধর্মিণী ও সহমর্মিণী দীপালী ঘোষের। সঙ্গীতরসিকা দীপালী ব্যক্তিগত জীবনেও সুরসিকা ছিলেন। মনোজ্ঞ আলোচনায় তাঁর মধুর স্বভাবের জাদু সকলের মন জয় করে নিত। অখিল বন্ধু চাপা স্বভাবের মানুষ হলেও সুরসিক ছিলেন। অদম্য উৎসাহ ছিল পারফেক্‌শনের ব্যাপারে। তাল নিয়ে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন। ভুল করলে রক্ষা নেই। দীপালী ঘোষকে যাঁরা দেখেছেন, যাঁরা তার সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, যে উজ্জ্বল মধুর স্বভাবের এই গুণবতী ছাত্রীটিকে বিয়ে না করে উপায় ছিল না অখিলবন্ধুর। স্ত্রীরত্ন হিসাবে তিনি অমূল্য আর শিল্পী বা সুরকার হিসাবেও অগ্রগণ্য। আর চাপা স্বভাবের অখিলবন্ধুর উপযুক্ত কাউন্টার পার্ট। চলনে বলনে সবেতেই স্মার্ট, কাজে কর্মে দক্ষ একদিকে লক্ষী একদিকে সরস্বতী, এই দীপালীকে অখিলবন্ধু বিয়ে করেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। সুখে দুঃখে স্বামীকে আগলে রেখেছেন দীপালী। ২৫ নম্বর টার্ফ রোডের বাড়ীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দীপালী ঘোষ। নিজের সঙ্গীত সাধনা বিয়ের পর প্রায় দশ বছর বন্ধ রেখেছিলেন সংসার গোছানোর তাগিদে। কিন্তু ভগবান এই সুখী দম্পতিকে সন্তানসৌভাগ্যে বঞ্চিত করেছেন। অখিল বন্ধুর আয়চায় খুব বেশী ছিল না। অনেক ছাত্রকে গান শিখিয়েছেন। কিন্তু মোটেই ব্যবসায়ীসুলভ প্রবৃত্তির অধিকারী ছিলেন না। ফাংশন আর রেকর্ডের আয়ও আহামরি কিছু নয়। বয়স হলে আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হল তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামান্য পেনশন দিত। তাও দুএকবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার খুব কষ্ট ভোগ করতে হয়ে অখিলবন্ধুকে। কিন্তু গান গাওয়া আর শেখানো কোনটাই ছাড়েননি কখনও।

আটষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ দিনটিতে তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রছাত্রীদের কিছু করার সুযোগ না দিয়ে নীরবে চলে গেলেন অনন্ত সুরময় স্বর্গলোকে। জীবনে যিনি তাঁর যোগ্যতার উপযুক্ত সম্মান পান নি, মরণেও তিনি চলে গেলেন কিছুটা অবহেলার শিকার হয়ে। অণ্ডালে একটি অনুষ্ঠান করে ফিরে এসেছিলেন সেই দিন সকালে। দুপুরে শরীর খারাপ হওয়ায় পি জি হাসপাতালে নিয়ে গেলে আগুনখোর বিপ্লবী বাঙালী ডাক্তার ও কর্মীরা স্বচ্ছন্দে তাঁকে ফেলে রাখে ঘণ্টা খানেক।

BANGODARSHAN.COM

পরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে গেলে বেশ কিছু পরে তাঁকে দেখার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কাজ কিছু হয়নি। বাঙালীদের নীচতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি চলে গেলেন।

সঙ্গীতভুবনে একনিষ্ঠ শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষ তাঁর সঙ্গীতজীবনে গান গেয়ে গেছেন প্রাণভরে। তাঁর অনেক গান যেমন প্রকাশিত হয়ে বাংলা গানের শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে গেছে, তেমন বেশ কিছু গান অপ্রকাশিত থেকে গেছে গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের বঞ্চিত করে। তাঁর প্রকাশিত গানের তালিকা দিতে গিয়ে, অপ্রকাশিত গানের কিছু কথা বলে ফেলি এই সুযোগে। আমার অজ্ঞতার কারণে তালিকা থেকে যদি কিছু গান অনুল্লেখ্য থেকে যায়, সে ভ্রান্তি একান্তই আমার, তাঁর জন্যে আগেই মার্জনা চেয়ে রাখছি। অখিলবন্ধুর অপ্রকাশিত গানের কথা কিছুটা আমার শোনা স্বয়ং শিল্পীর মুখে, আর কিছুটা শোনা বিশিষ্ট সুরকার রতু মুখোপাধ্যায় ও আমার গুরুভাই মাধবদার কাছে।

প্রথম বলি অপ্রকাশিত বেসিক গানগুলির কথা। অখিলবন্ধু, সঙ্গীতজীবনের প্রথমদিকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে দুটি গান রেকর্ড করেছিলেন, যে-দুটি পরে আর প্রকাশ হয়নি। সেই গান দুটির অন্যতম গানটি ছিল, ‘উৎসব রাতি শেষে’ ; অপর গানটি আমারই বিস্মৃতির কারণে উল্লেখ করা গেল না। এই তথ্য আমাকে অখিলবন্ধুই দিয়েছিলেন। অখিলবন্ধু তাঁর সঙ্গীতজীবনের সায়াহ্নে ‘গোল্ডেন ভয়েস’ কোম্পানিতে আরও চারটি গান রেকডিং করেছিলেন। গানগুলি যথাক্রমে ‘সে আমায় কথা দিল’ / ‘শেষ হয়ে এলো রাত’। কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে গানগুলি শুধু অপ্রকাশিতই থাকেনি, চিরদিনের জন্য হয়ত হারিয়ে গেছে।

‘মেঘমুক্তি’ চলচ্চিত্র ছাড়া তাঁর গান ব্যবহৃত হয়েছিল শ্রীতুলসীদাস (1950) ও বৃন্দাবনলীলা (1958) ছায়াছবিতে, এই তথ্যটি কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যদিও বৃন্দাবনলীলায় তাঁর নেপথ্য গায়নের কথা উল্লেখ আছে, নন্দন প্রকাশিত ‘বাংলা ফিল্ম ডাইরেক্টরী’তে, কিন্তু দুটি ছায়াছবিতে তাঁর নেপথ্য গায়নের প্রমাণ কোনও রেকর্ড ক্যাটালগ বা গ্রামোফোন রেকর্ডে আমি অন্তত খুঁজে পাইনি।

অখিলবন্ধু তাঁর জনপ্রিয় গানগুলির প্রকাশকালে, মেগাফোন কোম্পানিতে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডিং (13 Feb. 1961) করেছিলেন। যার একটি অপ্রকাশিত (‘তুমি মোর পাও নাই পরিচয়, Matrix No. OJE 17532) ও অপরটি ‘কার মিলন চাও বিরহী’) শিল্পীর মৃত্যুর অনেক পরে অডিও সিডিতে প্রকাশিত।

প্রসঙ্গক্রমে আমার শিল্পীর সঙ্গলাভের স্মৃতি থেকে আরও কিছু বিশিষ্ট গানের কথা উল্লেখ করতে চাই, যে গানগুলি অখিলবন্ধু সঙ্গীতানুষ্ঠানে গাইতেন। গানগুলি প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার আগেই, সে গানগুলি হয়ত তাঁর বিশিষ্ট গায়নের গায়কীতে প্রকাশিত হতে পারত ; কিন্তু সেই গানগুলি পরবর্তী সময়ে প্রকাশ পেয়েছিল অন্য শিল্পীর কণ্ঠে, সেই সব শিল্পীর

মনোবাসনায় আর অখিলবন্ধুর উদারতায়। অখিলবন্ধু তাঁর অনন্য গায়কীতে গাইতেন, ‘ঝিরিঝিরি ঝরনা বহে, চৈতালী রাতে’, ‘মৌরীফুলের মৌবনে, ভোমরা পাখার গুঞ্জনে’, যা বিশিষ্ট শিল্পী অজিত রায়ের কণ্ঠে প্রকাশিত হয়, হিন্দুস্থান কোম্পানিতে।

‘মোর মালঞ্চে বসন্ত নাই রে নাই’ (প্রখ্যাত শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে, এইচ এম ভি কোম্পানি থেকে প্রকাশিত) ও ‘কোন দূর বনের পাখী’ (সুধাকণ্ঠী গায়ত্রী বসুর কণ্ঠে, কলম্বিয়া কোম্পানি থেকে প্রকাশিত) গান দুটি বহু সঙ্গীতানুষ্ঠানে অখিলবন্ধু তাঁর অননুকরণীয় গায়নে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। এগুলির প্রধান সাক্ষ্য তাঁর গানের খাতা। তালিকা সঙ্কলনে যে গানগুলির প্রকাশ বা রেকর্ডিং এর সময়কাল কোম্পানির ক্যাটালগে বা রেকর্ড/ ক্যাসেট/ সিডির লেবেল বা ইনলে কার্ডে পেয়েছি, তা উল্লেখ করার চেষ্টা করেচি। যেগুলি পাইনি, পথপ্রদর্শকের অভাবে লিখে দিতে পারিনি। যদি কেউ আমার অজ্ঞতার কারণে বাদ-পড়া কোনও গান বা অনুল্লেখ্য সময়কাল বা সময়কালের ত্রুটি সম্পর্কে আমাকে জ্ঞাত করেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকব।

78 RPM রেকর্ড

১. JNG 5840 (1947) একটি কুসুম যাবে – গীতিকার : অখিলবন্ধু ঘোষ, সুরকার : সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ; আমার কাননে ফুটেছিল ফুল – গীতিকার : ব্যোমকেশ লাহিড়ী, সুরকার : সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

২. H 1301 (1948) নূতন জীবন দেখাও আমারে – গীতিকার ও সুরকার : দিলীপ সরকার ; ফাগুনের চাঁদ ডুবে গেল – গীতিকার ও সুরকার : অখিলবন্ধু ঘোষ

৩. H 1404 (1949) শ্রাবণ রজনী শেষে, স্বপন পারাবারের তীরে – গীতিকার : কমল ঘোষ, সুরকার : অনুপম ঘটক

৪. H 1440 (1949) বল কেমনে জাগাই, চৈতী গোধূলী যায় – গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার : অনুপম ঘটক

৫. H 1488 (1950) আমার সমাধি পরে, মরমীয়া বাঁশী – গীতিকার : পবিত্র মিত্র, সুরকার : সুধীরলাল চক্রবর্তী

৬. N 82547 (1953) মায়ামৃগ সম – গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার : দুর্গা সেন ; কেন প্রহর না যেতে – গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার : দিলীপ সরকার

৭. N 82606 (1954) শিপ্রা নদীর তীরে – গীতিকার : শান্তি ভট্টাচার্য, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ ; পিয়ালশাখার ফাঁকে ওঠে – গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ

BANGODARSHAN.COM

৮. TN 507 (--) আর তো চলে না রাধা – গীতিকার: মধুসূদন গুপ্ত, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ ; গোকুল ছাড়িয়া কালা – গীতিকার: শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ

৯. GE 25007 (--) ও রাই কি বেয়াধি হইল, ওগো রাই কমলিনী – গীতিকার: সুরেন চক্রবর্তী, সুরকার: পঙ্কজ মল্লিক

১০. JNG 6046 (1959) কবে আছি কবে নেই – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ ; ঐ যে আকাশের গায় – গীতিকার: শান্তি ভট্টাচার্য, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ

১১. JNG 6061 (1960) বাঁশরীয়া বাঁশী বাজাইও না – গীতিকার: শান্তি ভট্টাচার্য, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ ; আমি যে পিয়াসী – গীতিকার: বিশ্বনাথ বর্ধন, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ

১২. JNG 6117 (1961) ও দয়াল বিচার করো – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ ; এমনি দিনে মা যে আমার – গীতিকার: মধু গুপ্ত, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ

১৩. JNG 6134 (1962) না হয় মন দিতে তুমি পারো না, আজি চাঁদিনী রাতি গো – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ

১৪. JNG 6163 (1963) আমি কথা দিলে কথা রাখি, তোমার ভুবনে ফুলের মেলা – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ

১৫. JNG 6181 (1964) সেদিন চাঁদের আলো, যে তোমায় সাধু সাজায় – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ

১৬. JNG 6198 (1965) কোহেলিয়া জানে, অভিমানী চেয়ে দেখো – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

SP রেকর্ড

১৭. JNGS 6295 (1971) ঐ যাঃ, আমি বলতে ভুলে গেছি, কেন তুমি বদলে গেছ – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: অখিলবন্ধু ঘোষ

১৮. JNGS 6324 (1973) সারাটি জীবন কি যে পেলাম, যেন কিছু মনে কোরো না – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: দীপালী ঘোষ

১৯. JNGS 6354 (1980) সে কেমন নুপূর ওগো – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: রতু মুখোপাধ্যায় ; জলেতে সুন্দরী কন্যা – গীতিকার: সুনীলবরণ, সুরকার: রতু মুখোপাধ্যায়

BANGODARSHAN.COM

EP রেকর্ড

২০. 2226-1164 (1984) শেষ হয়ে এলো না, হেসোনা ঝরে যাবে, এর নাম কি ভালবাসা, আজ নয় কাল – গীতিকার: সৈয়দ আবুল হাসান, সুরকার: প্রবীর মজুমদার

Super 7 রেকর্ড

২১. LJNG 2002 (মেগাফোন) (1977) ও দয়াল বিচার কর/ বাঁশরীয়া বাঁশী বাজায়ো না/ এমনি দিনে মা যে আমার।কবে আছি কবে নেই/ আজি চাঁদিনী রাতি গো/ তোমার ভুবনে ফুলের মেলা।

LP রেকর্ড (রাগপ্রধান)

JNLX 1021 (1977) মরমে মরি গো (দেশি টোড়ী) – গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার: অখিলবন্ধু, জাগো জাগো প্রিয় (ভাটিয়ার) – গীতিকার: মধু গুপ্ত, সুরকার: অখিলবন্ধু, যেতে যেতে চুরি করে চায় (ভৈরবী) – গীতিকার ও সুরকার : রতু মুখোপাধ্যায়, ডেকোনা তারে (শংকরা) – গীতিকার: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার: অখিলবন্ধু, মিলন নিশীথে গেল ফিরে (মাজ খাম্বাজ) – গীতিকার: ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, সুরকার: অখিলবন্ধু, কেমনে জানাবো বো (তিলক কামোদ) – গীতিকার: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার: অখিলবন্ধু, বরষার মেঘ ভেসে যায় (সুরদাসী মল্লার) – গীতিকার: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার: অখিলবন্ধু, সে কুহু যামিনী (জয়জয়ন্তী) – গীতিকার: মধু গুপ্ত, সুরকার: অখিলবন্ধু, শোন শোন (নাগরঞ্জনী) – গীতিকার: মধু গুপ্ত, সুরকার: অরূপ ভট্টাচার্য, সুরকার: অখিলবন্ধু, আমি কেন রহিলাম (দরবারী কানাড়া) – গীতিকার ও সুরকার: রতু মুখোপাধ্যায়, ওগো শ্যাম বিহনে (পিলু) – গীতিকার ও সুরকার : রতু মুখোপাধ্যায়

ক্যাসেট

JNGC-2002 (মেগাফোন) ও দয়াল বিচার করো/ কেন তুমি বদলে গেছ/ ঐ যাঃ আমি বলতে ভুলে গেছি/ যেন কিছু মনে কোরো না/ সারাটি জীবন কি যে পেলাম।

তোমার ভুবনে ফুলের মেলা/ বাঁশরিয়া বাজাইও না/ এমনি দিনে মা যে আমার/ কবে আছি কবে নেই/ আজি চাঁদিনী রাতি গো।

২. C-161 (1988) **অখিলবন্ধু স্মরণে** (মেগাফোন)

BANGODARSHAN.COM

পিয়াল শাখার ফাঁকে/ শিপ্রা নদীর তীরে/ জলেতে সুন্দরী কন্যা/ সে কেমন নুপূর ওগো/ অভিমানী চেয়ে দেখো/ যে তোমায় সাধু সাজায়।

কেন প্রহর না যেতে/ মায়ামৃগ সম/ সেদিন চাঁদের আলো/ না হয় মন দিতে তুমি পারো না/ কোহেলিয়া জানে/ ঐ যে আকাশের গায়।

৩. C-119 অখিলবন্ধু ঘোষ – **নজরুলগীতি** (মেগাফোন)

রসঘন শ্যাম/ শূন্য এ বুকে পাখি মোর/ রুম ঝুম রুম ঝুম বাদল নূপুর/ হংস মিথুন ওগো/ ওর নিশীথ সমাধি/ কুহু কুহু কোয়েলিয়া।

নীলাম্বরী শাড়ি পরি/ মেঘ বিহীন খর বৈশাখে/ ঝর ঝর ঝরে/ খেলে নন্দের আঙিনায়/ মুরলী ধ্বনি শুনি/ হে মাধব।

৪. 31008 **অখিলবন্ধু স্মরণে** (সাগরিকা) (1988)

স্বপনে পোহাবে রজনী – কথা: তপন ভট্টাচার্য, সুর: দীপালী ঘোষ, বধূ গো এই মধুমাস – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: শচীন দেববর্মণ, তোমার নয়ন দুটি – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: দীপালী ঘোষ, ঝুলন দোলায় দোলে শ্যাম – কথা: শান্তি ভট্টাচার্য, সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ, শ্রাবণ রাতি বাদল নামে – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: দীপালী ঘোষ, দূরের ভুবন তুমি তো- কথা: মধু গুপ্ত, সুর: দীপালী ঘোষ, পাপিয়া পিয়া বোলে- কথা: তপন ভট্টাচার্য, সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ, শূন্য তো নয় সে সমাধি – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ, বিদায় নিও না – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ।

৫. 31005 **‘রাগে অনুরাগে’** (সাগরিকা) (1987)

শ্রাবণ নিশীথে এসো – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: দীপালী ঘোষ, ঝুলন দোলায় দোলে- কথা: শান্তি ভট্টাচার্য, সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ, পাপিয়া পিয়া বোলে – কথা: তপন ভট্টাচার্য, সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ, কোন সুরে তুমি বাঁধো – কথা ও সুর: গোপাল দাশগুপ্ত, কেন ডাকো বারে বারে – কথা: মদন রায়, সুর: দীপালী ঘোষ, মরমী গো ভুলে গেছ – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: দীপালী ঘোষ, প্রেম মোর কাঁদিয়া শুধায় – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ, তোমার নয়ন দুটি কেন – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ, শূন্য তো নয় সে সমাধি – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ, বঁধু গো এই মধুমাস – কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: শচীন দেববর্মণ।

কমপ্যাক্ট ডিস্ক (অডিও সিডি) (মেগাফোন)

১. MECD-066 (2003) ‘আমি যে পিয়াসী মরু’

BANGLADARSHAN.COM

আমি যে পিয়াসী মরু/ অভিমানী চেয়ে দেখ/ আজি চাঁদিনী রাতি গো/ না হয় মন দিতে তুমি পারো না/ সে কেমন নূপুর ওগো/ যেন কিছু মনে কোরো না/ বাঁশরিয়া বাঁশি বাজায়ো না/ কেমনে জানাব বল/ তোমার ভুবনে ফুলের মেলা/ সারাটি জীবন কি যে পেলাম/ সেদিন চাঁদের আলো/ আমাদের পূজার বেদীতে(কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: নীতা সেন)/ কবিগুরু কোথায় গানের তাল(কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: নীতা সেন)।

২. S-100-13-1 (অদিও সিডি) ‘স্বপনে পহাবে রজনী’

(সাগরিকা) (১৯৮৮)

স্বপনে পোহাবে রজনী/ বধূ গো এই মধুমাস/ তোমার নয়ন দুটি কেন/ ঝুলন দোলায় দোলে শ্যাম/ শ্রাবণ রাতি বাদল নামে/ দূরের বন্ধু দূরেই তুমি থেকো/ আমার ভুবন তুমি তো/ পাপিয়া পিয়া বোলে/ শূন্য তো নয় সেই সমাধি/ বিদায় নিয়ো না।

৩. MECD 005 (মেগাফোন) ‘বেস্ট অফ অখিলবন্ধু ঘোষ’

ও দয়াল বিচার করো/ কেন তুমি বদলে গেছ/ ঐ যাঃ আমি বলতে ভুলে গেছি/ যেন কিছু মনে কোরো না/ তোমার ভুবনে ফুলের মেলা/ বাঁশরিয়া বাঁশি বাজায়ো না/ এমনি দিনে মা যে আমার/ কবে আছি কবে নেই/ আজি চাঁদিনী রাতি গো/ জলেতে সুন্দরী কন্যা/ সে কেমন নূপুর ওগো/ যে গো তোমায় সাধু সাজায়/ সেদিন চাঁদের আলো/ না হয় মন দিতে তুমি পারো না/ কোয়েলিয়া জানে/ ঐ যে আকাশের গায়।

৪. MECD 034 (2002) ‘মরমে মরি গো লাজে’ (বাংলা রাগপ্রধান)

বরষার মেঘ ভেসে যায়/ সে কুহু যামিনী/ শোনো শোনো/ আমার সহেলী ঘুমায়/ আমি কেমনে রহিলাম/ ওগো শ্যাম বিহনে/ মরমে মরি গো লাজে/ জাগো জাগো প্রিয়/ যেতে যেতে চুরি করে চায়/ ডেকো না তারে/ মিলন নিশীথে গেল ফিরে/ কেমন জানাবো বলো।

৫. MECD-035 (2002) (মেগাফোন) ‘অখিলবন্ধু ঘোষ’ – নজরুলগীতি

রসঘন শ্যাম/ শূন্য এ বুকে পাখী মোর/ রুম ঝুম রুম ঝুম বাদল নূপুর/ হংস মিথুন ওগো/ ওর নিশীথ সমাধি/ কুহু কুহু কোয়েলিয়া/ নীলাম্বরী শাড়ি পরি/ মেঘবিহীন খর বৈশাখে/ ঝর ঝর ঝরে/ খেলে নন্দের আঙিনায়/ মুরলী ধ্বনি শুনি/ হে মাধব।

৬. MECD-2004 (2009) (মেগাফোন) **‘অভিমানী চেয়ে দেখো’**

(আধুনিক বাংলা গান/ রাগপ্রধান/ নজরুলগীতি সঙ্কলিত অ্যালবাম)

CD-1 : কেন তুমি বদলে গেছ/ ঐ যে আকাশের গায়/ জলেতে সুন্দরী কন্যা/ এমনি দিনে মা যে আমার/ কবিগুরু কোথায় তোমার/ আমাদের পূজার বেদীতে/ আজি চাঁদিনী রাতি গো/ ঐ যাঃ আমি বলতে ভুলে গেছি/ সে কেমন নুপূর ওগো/ যেন কিছু মনে কোরো না/ ও দয়াল বিচার

BANGLADARSHAN.COM

করো/ কোয়েলিয়া জানে/ যে গো তোমায় সাধু সাজায়/ আমি কথা দিলে/ সেদিন চাঁদের আলো/ না হয় মন দিতে তুমি পারো না/ সারাটি জীবন কি যে পেলাম/ বাঁশরিয়া বাঁশি বাজায়ো না/ আমি যে পিয়াসী/ অভিমানী চেয়ে দেখো/ তোমার ভুবনে ফুলের মেলা/ কবে আছি কবে নেই/ কার মিলন চাও বিরহী (রবীন্দ্রসঙ্গীত)।

CD-2 মরমে মরি গো লাজে/ জাগো জাগো প্রিয়/ যেতে যেতে সে চুরি করে চায়/ দেকো না তারে/ মিলন নিশীথে গেল ফিরে/ কেমনে জানাবো বলো/ বরষার মেঘ ভেসে যায়/ সে কুহূ যামিনী/ শোনো শোনো/ আমার সহেলী ঘুমায়/ আমি কেন রহিলাম/ ওগো শ্যাম বিহনে/ রস ঘন শ্যাম/ শূন্য এ বুকে পাখী মোর/ রুম ঝুম্ রুম ঝুম/ হংস মিথুন ওগো/ ওর নিশীথ সমাধি/ কুহু কুহু কোয়েলিয়া/ নীলাম্বরী শাড়ি পরি/ মেঘ বিহীন খর বৈশাখে/ ঝর ঝর ঝরে/ খেলে নন্দের আঙিনায়/ মুরলী ধ্বনি শুনি/ হে মাধব হে মাধব।

৭. MECD-063 (2003) (মেগাফোন)

রবীন্দ্রসঙ্গীতের অ্যালবাম, ‘কার মিলন চাও বিরহী’তে সঙ্কলিত অখিলবন্ধু ঘোষের কণ্ঠে শীর্ষক গান ‘কার মিলন চাও বিরহী’।

অখিলবন্ধু ঘোষের কণ্ঠে ছায়াছবির গান

H-1482G (1952) ছায়াছবি : **মেঘমুক্তি**

মাদল বাজা ওরে বাজা – শিল্পী: উৎপলা সেন, বাণী সেনগুপ্ত,

অখিলবন্ধু ঘোষ, গীতিকার : তড়িৎকুমার ঘোষ, সুরকার : উমাপতি শীল

অখিলবন্ধু ঘোষের সুরারোপিত অন্য কণ্ঠশিল্পীর প্রকাশিত রেকর্ড

১. 45-GE 25490 যমুনা কিনারে, মনে নেই মন – শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

২. ECSD 41567 (1985) গুরু মোহে দে গয়ে – শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গীত ভজনের অ্যালবামে অখিলবন্ধু ঘোষের সুরারোপিত ভজন, গীতিকার: কবীর দাস।

*****সমাপ্ত*****

BANGLAGHARS.COM